হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

রাহমাতের মৌসুম

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) আমাদের জন্য ঋতুর সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীর ঋতু আছে এবং আখিরাতেরও ঋতু আছে। পৃথিবীতে এখন বসন্ত। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে রাজাব, শাবান এবং রামাযান হচ্ছে রাহমাতের মৌসুম।

এই মাসসমূহে পবিত্র রাত্রি আছে। এই রাত্রিগুলো অন্যান্য রাত্রি থেকে আরও বেশি সুন্দর এবং উদার। আল্লাহ (জাল্লা জালালুহু) বছরে এরকম ৫-১০ টি রাত্রি দিয়েছেন। এগুলো বিশেষ রাত্রি, আলাদা রাত্রি। এই রাত্রিসমূহে দু'আ কবুল হয়। এই রাত্রিসমূহে পালনকৃত ইবাদাত বেশি গৃহীত হয় এবং তার জন্য বেশি সাওয়াবও লেখা হয়। আমাদের প্রাপ্তি বেশি হয়, বেশি দেয়া হয় এবং উপহারও প্রচুর।

এই রাত্রিগুলোর সাথে আরও আছে বৃহস্পতিবার রাত প্রতি সপ্তাহে। এটিও একটি পবিত্র রজনী। এর উপহার আলাদা। আল্লাহ্‌কে শুকরিয়া যে আজকে শাবান মাসের শুক্রবার এবং আগামী রাত হচ্ছে বারাতের রাত। এই রাতকে বছরের শেষ ধরা হয়। রিযিক নির্ধারণ, কি করা হবে এবং আগামী বছরে কে জীবিত থাকবে এবং থাকবে না তার সবই এই রাতে লিখা হয়। অতএব, এটি একটি পবিত্র রজনী, একটি গুরুত্বপূর্ণ রাত। এর সুযোগ নেয়া অত্যন্ত পূণ্যময় হবে।

আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) ফেরেশতাদের বলেন, "ঘুরে দেখ কে আমার ক্ষমা এবং নৈকট্য চাচ্ছে এবং কে রিযিক চাচ্ছে। ফেরেশতারা সকাল পর্যন্ত খোঁজে সেসব মানুষদের বারাকাত দান করার জন্য। ইনশাআল্লাহ, আমরা যেন সেসব বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হই যাদের প্রতি উদারতা দেখানো হবে। আমরা যেন তারা হই যারা আল্লাহ্‌কে ভূলে না। তিনি বলেন, 'ওয়া যাক্কির", মানে স্মরণ করিয়ে দেয়া।

আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা সর্বোত্তম ইবাদাত। আল্লাহ্ যেন সবসময় আমাদের মনে থাকে, ভূলে যেও না। যদি তুমি আল্লাহ্‌কে ভূলে যাও তাহলে বিপদে পড়বে। কিন্তু তোমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই এবং আফসোস করারও কিছু নেই যদি উনাকে ভূলে না যাও। যেসব লোক আল্লাহ্‌কে ভূলে যায় তারা শেষ হয়ে যায়। সব ভয় এবং দুর্শ্চিন্তা তাদের সাথে থাকে। কিন্তু, যদি পুরো পৃথিবীও চারিদিকে ভেঙ্গে পড়ে, যারা আল্লাহ্‌কে ভূলে না তারা খেয়ালও করে না। আল্লাহ্ আছেনঃ আমাদের আর কিছুর দরকার নেই। আমরা এখানে দুনিয়ার জন্য আসিনি। আমরা আল্লাহ্‌র জন্য এসেছি।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক

আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল
২০ মে ২০১৬/১৩ শাবান ১৪৩৭
ফাজর নামায, আকবাবা দারগাহ।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক

আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল
৩০ মার্চ ২০১৬/২১ জুমাদ আল-আখির ১৪৩৭
ফাজর নামায, আকবাবা দারগাহ।